গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১০৮, মতিঝিল বা/এ,ঢাকা-১০০০।
www.dyd.gov.bd

নং-৩৪.০১.০০০০.০০৭.২৭.০৫০.২০১৬- তারিখঃ ------------ খ্রিঃ।

আদেশ

যেহেতু, জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান(সাময়িক বরখাস্ত), উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, উলিপুর, কুড়িগ্রাম-এ কর্মকালীন উক্ত কার্যালয়ের রাজস্ব খাতের ঋণ কর্মসূচির সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চলতি হিসাব হতে দুইবারে ৯৭,৫০০/- টাকা; সমাপ্ত ''উত্তরবঙ্গের ০৭টি জেলার বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের জন্য সুযোগ সৃষ্টি" শীর্ষক প্রকল্পের চলতি হিসাব হতে ভিন্ন ভিন্ন তারিখে মোট ৭,০০,০০০/- টাকা; ইমপ্যাক্ট প্রকল্পের বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের সাবসিডির ১,৫০,০০০/- টাকাসহ সর্বমোট ৯,৪৭,৫০০/-টাকা আত্মসাতের অভিযোগে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধিমতে এ অধিদপ্তরের ২২-০১-২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ১৩ সংখ্যক স্মারকে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চালু করা হয়;

০২। যেহেতু, তিনি উক্ত মামলায় আনীত অভিযোগের বিষয়ে লিখিতভাবে জবাব দাখিল করেননি বিধায় তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়নি। অতঃপর বিধি মোতাবেক বিভাগীয় তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদনে তার বিরুদ্ধে ৯,৪৭,৫০০/- টাকা আত্মসাতের অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় অত্র দপ্তরের ১৩-৮-২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ১৩৭ সংখ্যক স্মারকে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধিমতে তাকে চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ(Dismissal from Service) দণ্ডারোপের প্রস্তাবনাসহ দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ দেয়া হয়। সে মোতাবেক তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। জবাবে তিনি তার অপরাধ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা এবং অভিযোগ হতে অব্যাহতির জন্য অনুরোধ জানান। অপরদিকে, উপ-পরিচালক, কুড়িগ্রাম লিখিতভাবে জানান যে,অভিযুক্ত কর্মকর্তা ইতোমধ্যে ৮,৫০,০০০/- টাকা জমা প্রদান করেন। বর্তমানে তার নিকট (৯,৪৭,৫০০ - ৮,৫০,০০০)=৯৭,৫০০/- (সাতানব্বই হাজার পাঁচশত) টাকা আত্মসাত অবস্থায় রয়েছে;

০৩। যেহেতু, তার দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন, নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা আত্মসাতকৃত টাকা হতে ইতোমধ্যে ৮,৫০,০০০/- টাকা জমা দিয়েছেন। আত্মসাতকৃত অবশিষ্ট ৯৭,৫০০/- টাকা এখনো জমা প্রদান করেননি। অবশিষ্ট টাকা জমাদনের সুযোগ দেয়া সমীচিন বলে মনে হয়;

(ক) এক্ষনে, সেহেতু সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধানমতে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান-কে অসদাচরণের অভিযোগ দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(বি) বিধি মতে তাকে লঘুদণ্ড হিসেবে ০১(এক)টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি অক্রমবর্ধিষ্ণু হারে পরবর্তী ০২(দুই) বছরের জন্য স্থগিতদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো ;

(খ) তার কর্তৃক আত্মসাতকৃত অবশিষ্ট ৯৭,৫০০/- টাকা আদেশ জারীর ০৩(তিন) মাসের মধ্যে জমা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হলো। উক্ত সময়ের মধ্যে বর্ণিত টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হলে পরবর্তী মাস হতে ০১(এক) বছর তথা ১২(বার) মাসে সমান ১২টি কিস্তিতে অবশিষ্ট টাকা তার মূলবেতন হতে কর্তন করা হবে।

(গ) একই সাথে তার সাময়িক বরখাস্ত আদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো;

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-
(আনোয়ারুল করিম)
মহাপরিচালক
ফোন ঃ ৯৫৫৯৩৮৯

নং-৩৪.০১.০০০০.০০৭.২৭.০৫০.২০১৬-১৭০ তারিখঃ -১১-১০-২০১৭ খ্রিঃ।

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরিত হলো ঃ
অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যাথে প্রেরণ করা হলো।

০১। পরিচালক/প্রকল্প পরিচালক------------------------------------(সংশ্লিষ্ট), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা।
০২। উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,কুড়িগ্রাম(পত্রটি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করতে অনুরোধ করা হলো)।
০৩। কম্পিউটার প্রোগ্রামার(আইসিটি),যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা।পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো
০৪। উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, উলিপুর,কুড়িগ্রাম।
০৫। সহকারী পরিচালক(প্রশাসন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা-পত্রটি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ব্যক্তিগত নথিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো ।
০৬। জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।
০৭। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা।
০৮। অফিস কপি।

(মোঃ আতাউর রহমান)
সহকারী পরিচালক(শৃংখলা)
ফোন ঃ ৯৫৫১৮৫৯

Shahidul/E/Realse-324